ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, এ এক অনন্য শিল্প

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং

মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং: ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, এ এক অনন্য শিল্প

মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

লেখকের কথা

গত দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে আমি এমন সব সফটওয়্যার ও সিস্টেম তৈরি করেছি, যাদের কাজই হলো আড়ালে থাকা। একজন সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে আমার সাফল্য সেখানেই, যেখানে ব্যবহারকারী বুঝতেই পারেন না যে পর্দার আড়ালে একটি বিশাল পরিকাঠামো নীরবে কাজ করছে। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) জগতে এসে সেই নীরব পরিকাঠামো আজ কথা বলতে শুরু করেছে।

আমি এই বইটি লিখেছি কারণ আমি বিশ্বাস করি, AI-এর সঙ্গে আমাদের এই কথোপকথন স্রেফ কোনো যান্ত্রিক কাজ বা দায়সারা দাপ্তরিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি এক গভীর সৃজনশীল শিল্প। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেই মাপা শৃঙ্খলাকে আমি গেঁথে দিতে চেয়েছি একজন গল্পকারের অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে। এই বইটি সেই শৃঙ্খলা ও কল্পনার এক মেলবন্ধন—এক অপূর্ব যুগলবন্দি।

ভূমিকা

আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে ভাষা আর প্রযুক্তি ধীরে ধীরে একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছে। একসময় আমরা যন্ত্রকে শুধু নির্দেশ পালনকারী হিসেবে দেখতাম— নির্দিষ্ট বোতাম টেপা বা কোড লেখার মাধ্যমে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেত। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে সেই সম্পর্ক বদলে গেছে। এখন যন্ত্র শুধু নির্দেশ পালন করে না; সে আমাদের চিন্তার প্রতিধ্বনি তৈরি করে।

এই বইটির শিরোনাম—"প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং: ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, এ এক অনন্য শিল্প"—এই পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। কারণ, যদি এটি কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং হতো, তবে নির্দিষ্ট কিছু সূত্র বা ব্যাকরণ জানলেই সবাই একই রকম ফল পেত। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। একই AI ব্যবহার করে কেউ সাধারণ উত্তর পান, আবার কেউ তৈরি করেন কবিতা, সফটওয়্যার, কিংবা বিশ্বমানের শিল্পকর্ম। এই পার্থক্যই আসলে 'শিল্প'-এর জায়গা।

এই ভূমিকার মাধ্যমে আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একজন নতুন ধরনের স্রষ্টার ভূমিকায়। এখানে আপনি শিখবেন কীভাবে নিজের কল্পনাকে শব্দে গঠন করে যন্ত্রের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হয়। আমরা শুধু ChatGPT বা Claude-এর মতো মডেলের সাথে কথা বলা শিখব না; আমরা শিখব কীভাবে নিজের ভেতরের চিন্তাকে শক্তিশালী প্রম্পটে রূপান্তর করা যায়।

এই বইটি কেন পড়বেন?

আজকের দ্রুতগতির যান্ত্রিক দুনিয়ায় সবাই যখন তাৎক্ষণিক উত্তর খুঁজছে, এই বইটি আপনাকে শেখাবে একটু থামতে, গভীরভাবে ভাবতে, এবং যন্ত্রের সাথে এমনভাবে যোগাযোগ করতে যেন সে আপনার চিন্তার গভীরে পৌঁছাতে পারে।

আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হোন, লেখক হোন, বা একেবারেই নতুন কেউ—এই বইটি সবার জন্য। কারণ এটি কোড লেখা শেখায় না; বরং শেখায় কীভাবে ভাষা, চিন্তা এবং কল্পনাকে একসাথে ব্যবহার করে ডিজিটাল জগতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা যায়। এটি কোনো সাধারণ টিউটোরিয়াল নয়—এটি আপনার চিন্তাকে নতুনভাবে প্রকাশ করার একটি পথনির্দেশ।

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড: মানসপট ও ভিত্তি
প্রথম অধ্যায়: জাগরণ
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিখুঁত টোনের চার স্তম্ভ

দ্বিতীয় খণ্ড
তৃতীয় অধ্যায়: রেফারেন্স পেইন্টিংয়ের জাদুকরী ছোঁয়া
চতুর্থ অধ্যায়: টুলি ধরার আগে যন্ত্রকে 'চিন্তা' করতে শেখানো
পঞ্চম অধ্যায়: ফলাফলের ভাস্কর্য নির্মাণ

তৃতীয় খণ্ড
ষষ্ঠ অধ্যায়: গল্পকারের দর্পণ
সপ্তম অধ্যায়: শ্রেণিকক্ষে জ্ঞানের সহ-নির্মাণ
অষ্টম অধ্যায়: রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং

চতুর্থ খণ্ড
নবম অধ্যায়: ট্রি-অফ-থট (ToT)-এ পারদর্শিতা
দশম অধ্যায়: যাচাই-বাছাইয়ের কারিগর
একাদশ অধ্যায়: যন্ত্রের ভিতরের 'মায়া'-র সন্ধান

পঞ্চম খণ্ড
দ্বাদশ অধ্যায়: শিল্পীর বাংলা টুলকিট

ষষ্ঠ খণ্ড
ত্রয়োদশ অধ্যায়: শিল্পীর শব্দকোষ (গ্লসারি)

সূচিপত্র

চতুর্দশ অধ্যায়: ৩০-দিনের আর্টিস্ট রেসিডেন্সি চ্যালেঞ্জ

উপসংহার

লেখক পরিচিতি

ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ভর করে নির্দিষ্ট সূত্রের ওপর, কিন্তু প্রম্পটিং পরিচালিত হয় সৃজনশীলতার দ্বারা। এটি কোনো ব্রিজ নির্মাণের মতো কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত ও পূর্বনির্ধারিত নিয়মভিত্তিক প্রক্রিয়া নয়; বরং একটি শিশুকে ধৈর্য সহকারে কোনো বিষয় বোঝানোর মতো সূক্ষ্ম শিল্প।

প্রথম খণ্ড
জাগরণ
(মানসপট ও ভিত্তি)

মহাজাগরণ

প্রথম অধ্যায়

এটা সেই দিন, যেদিন আপনি কেবল একজন 'ব্যবহারকারী' হিসেবে থেমে থাকেননি

আপনার চোখের তারায় তখন পর্দার মৃদু আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে যন্ত্রটিকে আর কেবল একটি জড় বস্তু বা হাতিয়ার বলে মনে হলো না; মনে হলো, আপনার সামনে যেন এক নিগূঢ় সত্তা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে—নিঃশব্দ, কিন্তু সচেতন উপস্থিতির মতো।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা কম্পিউটারকে এমন এক জড় 'ফাইল ক্যাবিনেট' হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছি, যা শুধু নির্দেশ মেনে চলে, নিজের থেকে কিছু বোঝে না। আপনি একটি বোতাম চাপেন, আর একটি ফাইল খুলে যায়। একটি নির্দেশ টাইপ করেন, আর একটি গাণিতিক হিসাব নিঃশব্দে সামনে হাজির হয়। আমাদের এই সম্পর্ক ছিল প্রভু আর ভৃত্যের মতো—যেখানে ভৃত্যটি কেবল আক্ষরিক, শীতল এবং কঠোর নির্দেশটুকুই বুঝত। সামান্য একটি সেমিকোলন কিংবা ব্র্যাকেট বাদ পড়লেই যন্ত্রটি এক সংবেদনহীন ত্রুটির বার্তা নিয়ে আপনার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু আজ সেই দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে গেছে।

আপনি এখন আর কেবল তথ্য বা 'ডেটা ইনপুট' দিচ্ছেন না; আপনি একটি আলাপচারিতা শুরু করছেন। আপনি যখন একটি জেনারেটিভ এআই (Generative AI)-এর কাছে একটি বাক্য লেখেন, তখন আপনি কেবল একটি সফটওয়্যার পরিচালনা করেন না—বরং আপনি এক ডিজিটাল মহাসমুদ্রে প্রবেশ করেন, যেখানে সঞ্চিত আছে মানব সভ্যতার সম্মিলিত জ্ঞান, শিল্প, স্মৃতি আর ইতিহাসের নির্যাস।

এই মুহূর্তে যন্ত্রটি আর নিঃশব্দ নির্বাহী নয়; এটি এক প্রতিধ্বনিময় আয়না—যেখানে আপনার চিন্তা ফিরে আসে নতুন রূপে, নতুন গভীরতায়। আর আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেন, এখানে শুধু নির্দেশ নয়, তৈরি হচ্ছে অর্থ; শুধু ফলাফল নয়, জন্ম নিচ্ছে সম্ভাবনা।

এটাই সেই জাগরণের সূচনা—যেখানে ব্যবহারকারী আর কেবল ব্যবহারকারী থাকেন না, বরং হয়ে ওঠেন এক সহ-স্রষ্টা, এক নতুন ভাষার অভিযাত্রী।

ইঞ্জিনিয়ার' বা প্রকৌশলীর পুনর্সংজ্ঞা

পৃথিবীর প্রচলিত ধারণায় ‘ইঞ্জিনিয়ার’ হলেন তিনি, যিনি গাণিতিক হিসাব কষে নির্দিষ্ট সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান বের করেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে 'ল্যাঙ্গুয়েজ ইঞ্জিনিয়ার' বা ভাষার কারিগর হলেন তিনি, যিনি:

প্রেক্ষাপট দিয়ে নকশা করেন: তথ্যের একটি কাঠামো তৈরি করেন যাতে এআই কোনো কাজের পেছনের 'উদ্দেশ্য' বা 'কেন' বিষয়টি বুঝতে পারে।

ভঙ্গি বা টোনের স্থাপত্য গড়েন: একটি নির্দিষ্ট ছন্দ এবং শৈলী বেছে নেন—তা আনুষ্ঠানিক, ঘরোয়া কিংবা কাব্যিক যাই হোক না কেন—যাতে এআই-এর 'কণ্ঠস্বর' সঠিকভাবে পরিচালিত হয়।

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পরিমার্জন করেন: কোনো ভাঙা কলকব্জা মেরামত নয়, বরং আলাপচারিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারবোধের মাধ্যমে একটি উত্তরকে ভাস্করের মতো নিখুঁত রূপ দান করেন।

নিভৃত ফিসফাসের ব্যবচ্ছেদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিখুঁত তুলির টানের চার স্তম্ভ

চিত্রকলার জগতে ক্যানভাস স্পর্শ করার আগে আপনাকে আপনার সরঞ্জামগুলো বুঝতে হয়: ব্রাশের চাপ, রঙের আর্দ্রতা এবং ক্যানভাসের বুনন। এআই-এর জগতেও এই সরঞ্জামগুলো বিদ্যমান, তবে সেগুলো দৃশ্যমান নয়—সেগুলো হলো আপনার চিন্তা ও ধারণা।

একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলার জন্য আপনার 'হুইস্পার' (Whisper) বা প্রম্পটটিকে চারটি মজবুত স্তম্ভের ওপর দাঁড় করাতে হবে। এর একটিও যদি দুর্বল হয়, তবে এআই-এর কল্পনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে; ফলাফলটি হবে যান্ত্রিক এবং প্রাণহীন।

১. দ্য মিউজ বা অনুপ্রেরণা (The Role: সত্তা)

প্রতিটি মহান শিল্পকর্মের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। এআই-কে কোনো কাজ করতে বলার আগে তাকে একটি পরিচয় দিন—সে এখন কার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে? অর্থাৎ, আপনি এমন একটি ব্যক্তিত্ব বা ‘persona’ তৈরি করছেন, যে আপনার হয়ে চিন্তা করবে এবং উত্তর দেবে।

শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি: শুধু তথ্য চাইবেন না; একটি ব্যক্তিত্বকে আবাহন করুন।

বাস্তব প্রেক্ষাপট: আপনি ঢাকার একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আহ্বান (The Whisper/Prompt):
"একজন দক্ষ হিউম্যান রিসোর্স (HR) ম্যানেজারের ভূমিকায় কাজ করো, যার বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।"

"Act as a Senior HR Manager at a leading Bangladeshi multinational company with 15 years of experience in talent acquisition."

২. ক্যানভাস (The Context: প্রেক্ষাপট)
এআই একজন প্রতিভাবান সত্তা হতে পারে, কিন্তু আপনার জীবন সম্পর্কে তার কোনো স্মৃতি নেই। আপনাকে সেই পটভূমিটি তৈরি করে দিতে হবে।

শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি: দৃশ্যপট সাজান। আমরা এখন কোথায়? এই কাজটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আহ্বান (The Whisper):
"...আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদ্য স্নাতক। আমি 'জুনিয়র মার্কেটিং' পদের জন্য আবেদন করছি। সাক্ষাৎকারের 'বিহেভিয়ারাল' বা আচরণগত অংশটি নিয়ে আমি কিছুটা চিন্তিত।"

"...I am a fresh graduate from Dhaka University applying for a Junior Marketing role. I am nervous about the 'behavioral' part of the interview."

৩. সাবজেক্ট বা বিষয়বস্তু (The Task: মূল কাজ)
এটিই হলো আসল 'অ্যাকশন'। কথা ঘুরাবেন না; সরাসরি ও দৃঢ়ভাবে বলুন, বলিষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করুন।

শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি: "তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?"—এমন দ্বিধাগ্রস্ত বাক্য এড়িয়ে চলুন। তার বদলে 'খসড়া করো' (Draft), 'অনুকরণ করো' (Simulate), 'সমালোচনা করো' (Critique) বা 'রূপরেখা দাও' (Outline)—এমন শক্তিশালী শব্দ ব্যবহার করুন।

আহ্বান (The Whisper/Prompt):
"...আমার একটি মক ইন্টারভিউ বা কৃত্রিম সাক্ষাৎকার নাও। আমাকে একে একে চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন করো, আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করো এবং তারপর আমার উত্তরের একটি 'কঠোর ও নিরপেক্ষ' (Brutally Honest) সমালোচনা করো।"

"...Conduct a mock interview with me. Ask me one challenging question at a time, wait for my response, and then provide a 'Brutally Honest' critique of my answer."

৪. টেক্সচার বা বুনন (Constraints & Tone: ভঙ্গি ও সীমাবদ্ধতা)
এখানেই আপনি 'মানবিক' ছোঁয়া যোগ করেন। এটিই একটি পাঠ্যবই আর একটি প্রাণবন্ত আলাপচারিতার মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়।

শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি: কাজের পরিধি এবং তার 'মেজাজ' বা ভাইব নির্ধারণ করে দিন।

আহ্বান (The Whisper/Prompt):

"...আলাপের ভঙ্গি পেশাদার অথচ উৎসাহব্যঞ্জক রাখো। ঢাকার একটি আসল ইন্টারভিউয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে প্রয়োজন অনুযায়ী ইংরেজি এবং আনুষ্ঠানিক বাংলার মিশ্রণ ব্যবহার করো।"

"...Keep the tone professional but encouraging. Use a mix of English and formal Bangla where appropriate, just like a real interview in Dhaka would be."

সম্পূর্ণ আহ্বান (The Complete Prompt)

"একজন দক্ষ হিউম্যান রিসোর্স (HR) ম্যানেজারের ভূমিকায় কাজ করো, যার বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদ্য স্নাতক এবং 'জুনিয়র মার্কেটিং' পদের জন্য আবেদন করছি। সাক্ষাৎকারের আচরণগত অংশটি নিয়ে আমি কিছুটা চিন্তিত।

আমার একটি মক ইন্টারভিউ নাও। আমাকে একে একে চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন করো, আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করো, এবং তারপর আমার উত্তরের একটি কঠোর ও নিরপেক্ষ সমালোচনা করো।

আলাপের ভঙ্গি পেশাদার অথচ উৎসাহব্যঞ্জক রাখো। ঢাকার একটি বাস্তব ইন্টারভিউয়ের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে প্রয়োজন অনুযায়ী ইংরেজি এবং আনুষ্ঠানিক বাংলার মিশ্রণ ব্যবহার করো।"

"Act as a Senior HR Manager at a leading Bangladeshi multinational company with 15 years of experience in talent acquisition.

I am a fresh graduate from Dhaka University applying for a Junior Marketing role. I am somewhat nervous about the behavioral part of the interview.

Conduct a mock interview with me. Ask me one challenging question at a time, wait for my response, and then provide a brutally honest critique of my answer.

Keep the tone professional yet encouraging. Use a mix of English and formal Bangla where appropriate, simulating a real interview environment in Dhaka."

টেকনিক স্পটলাইট: জিরো-শট প্রম্পটিং (বিশুদ্ধ স্কেচ)
শিল্পের জগতে 'জিরো-শট' হলো একটি বিশুদ্ধ স্কেচের মতো। যেখানে আপনি একটি শূন্য ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র একটি অবিচ্ছিন্ন রেখায় চেনা কোনো মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলেন।

ল্যাঙ্গুয়েজ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায়, জিরো-শট প্রম্পটিং (Zero-Shot Prompting) মানে হলো কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা উদাহরণ ছাড়াই এআই-কে একটি নির্দেশ দেওয়া। আপনি এআই-এর অভ্যন্তরীণ জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর ভরসা রাখছেন যে, সে কেবল আপনার নির্দেশের শক্তির ওপর ভিত্তি করেই কাজটি সম্পন্ন করবে।

এটি কেন আপনার শৈল্পিক দক্ষতার পরীক্ষা? কারণ এখানে আপনি এআই-কে কোনো 'চিট শিট' বা উদাহরণ দিচ্ছেন না। তাই আপনার ওই চার স্তম্ভকে হতে হবে নিখুঁত। যদি আপনার দেওয়া পরিচয় অস্পষ্ট হয় কিংবা বুনন ঠিক না থাকে, তবে জিরো-শট প্রম্পট ব্যর্থ হবে। এটি আপনার স্পষ্টভাবে যোগাযোগের ক্ষমতার চূড়ান্ত পরীক্ষা।

যান্ত্রিক প্রম্পট: "ঢাকা নিয়ে একটি কবিতা লেখো।"

আহ্বান (The Whisper):
"পুরানো ঢাকার এক শান্ত কোণে বসে থাকা একজন স্মৃতিাতুর কবির (Role) মতো কল্পনা করো। বৃষ্টির ঘ্রাণ আর স্ট্রিট ফুডের আমেজ মিশিয়ে (Texture) চার লাইনের একটি ছোট কবিতা (Task) লেখো।"

"Act as a nostalgic poet (Role) sitting in a quiet corner of Old Dhaka (Context). Write a short, four-line poem (Task) that smells of rain and street food (Texture)."

শিল্পীর প্রতি চ্যালেঞ্জ:
আজই এটি পরীক্ষা করে দেখুন। প্রতিদিনকার কোনো একটি সাধারণ কাজ বেছে নিন—যেমন আপনার শিক্ষককে একটি ইমেইল লেখা। এআই-কে আপনার আগের কোনো ইমেইলের উদাহরণ দেবেন না। তার বদলে কেবল ওই চারটি স্তম্ভ ব্যবহার করে একটি 'হুইস্পার'/ প্রম্পট তৈরি করুন।

আপনার প্রথম প্রম্পটের চেকলিস্ট:

[ ] আমি কি এআই-কে একটি প্রাণ বা সত্তা দিয়েছি? (The Muse)

[ ] আমি কি তাকে বর্তমান অবস্থানটি জানিয়েছি? (The Canvas)

[ ] আমার ব্যবহৃত ক্রিয়াপদ বা ভার্বটি কি যথেষ্ট শক্তিশালী? (The Subject)

[ ] এটি কি একজন মানুষের লেখা বলে মনে হচ্ছে? (The Texture)

লেখক পরিচিতি

মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ—প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার সংযোগস্থলে বিচরণকারী এক স্বপ্নদ্রষ্টা। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যার শিকড় প্রোথিত, অথচ যার দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ বৈশ্বিক ডিজিটাল বিপ্লবের বিস্তীর্ণ দিগন্তে। তিনি বিশ্বাস করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) শিল্প ও প্রজ্ঞার এক অনন্য গণতন্ত্রীকরণের চাবিকাঠি, যা মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে পৌঁছে দিতে পারে সবার দুয়ারে।

এই লেখনীর মাধ্যমে তাঁর লক্ষ্য—বাংলাদেশের আগামীর শিক্ষার্থী, উদ্যোক্তা ও সৃজনশীল মানুষদের এমনভাবে ক্ষমতায়ন করা, যাতে তারা সহজাত প্রবৃত্তি, নীতিবোধ এবং শৈল্পিক দক্ষতার সমন্বয়ে AI বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে। যন্ত্রের সাথে এই 'নিভৃত কথোপকথন' বা 'হুইস্পারিং'-এর ফাঁকে তিনি মননশীল সাহিত্য পড়তে ভালোবাসেন এবং প্রাচীন দর্শন ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন নিয়ে নিরন্তর গবেষণায় নিমগ্ন থাকেন।